আজকের কাগজ

তারিখ ... 29 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

111

ঢাঃ বিঃ শতাধিক ছাত্রের ছাত্রলীগে যোগদান অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা

ছাত্রদের প্রধান দায়িত্ব লেখাপড়া করা

কাগজ প্রতিবেদক ঃ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী এবং জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ছাত্রদের প্রধান দায়িত্ব লেখাপড়া করা। তবে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি সমাজ ও জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে ছাত্র সমাজ তাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বলেন, ছাত্রলীগ তার জন্মলগ্ন থেকেই আন্দোলন এবং সংগ্রামে সর্বোপরি আমাদের সুমহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে আসছে। গতকাল সকালে ২৯, নিউ রোডে জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শতাধিক নেতা কর্মীর ছাত্রলীগে যোগদান উপলক্ষে আয়োজিত এক সাক্ষাৎকারদান অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ছাত্র সমাজ ও গণমানুষের আকাংখা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ছাত্রলীগের মূলনীতিকে সামনে রেখে শিক্ষার মহান ব্রতে, শান্তির অন্বেষায়, প্রগতির লক্ষ্যে ছাত্রদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। শেখ হাসিনা বলেন, সরকারি দলের মন্ত্রী দায়িত্ব নিয়ে বলেছেন, তারা ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা তুলে দিয়েছি বই, খাতা, কলম।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতিরজনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে দেশের শিক্ষাঙ্গন এবং সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অস্ত্রের রাজনীতি শুরু হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশকে বিনষ্ট করেছে। শুধু তাই নয়, জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে বিকৃত করে জাতি গর্ব ও গৌরবোজ্জ্বল কীর্তিকে বিতর্কিত করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, বাংলার জনগণ একটি উন্নত জীবনের স্বপ্নকে সামনে নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করেছে, জীবন দিয়েছে, আত্মত্যাগ স্বীকার করেছে। সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। মানুষ আশা করেছিলো জাতীয় সংসদ থেকে মানুষের কল্যাণে আইন প্রণীত হবে, কিন্তু শাসকগোষ্ঠি শহীদের রক্তে প্রতিষ্ঠিত এই সংসদকে ব্যবহার করতে চাচ্ছে মানুষের স্বার্থবিরোধী, মৌলিক মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের কালাকানুন প্রণয়নের জন্য।

তিনি বলেন, ১৮ মাসের মাথায় শাসকগোষ্ঠির গণতন্ত্র অনুশীলনে অযোগ্যতা, দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতা, সন্ত্রাসী শক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতাদান, দলীয়করণ ও দখলীকরণ, ঘুষ-দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নতজানু পররাষ্ট্রনীতি সর্বোপরি গণতন্ত্র বিরোধী মানসিকতা এবং কার্যক্রম দেশবাসীকে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে। সন্ত্রাস দমনের নামে সরকার মানুষের গণতান্ত্রিক, মৌলিক ও মানবাধিকার হরণ করার জন্যেই সংসদে এই বিল এনেছে। এটি একটি সন্ত্রাসী কালাকানুন, জনগণের ওপর স্বৈচ্ছাচারিতা চালানোর জন্যেই এই বিল। তিনি এই গণবিরোধী কালাকানুন-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানান।

আমীর হোসেন আমু ক্ষমতাসীনদের ব্যর্থতার কারণে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবনে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে এমনিতর সময়ে ছাত্রলীগে যোগদানের সিদ্ধান্ত সঠিক হিসেবে ব্যাখ্যা করে বলেন, গরীব, দুঃখী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগের কোনো বিকল্প নেই। তিনি জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ছাত্রলীগ সংগঠনকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার আহবান জানান।